বাংলাদেশ লাইভ এ্যান্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

হাউজ # ৪১(এ-৪), সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ লাইভ এ্যান্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের ২০২৪ ও ২০২৫ সনের পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন বিধিমালা (Election Rules)ঃ

১। পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ, গঠন ও নির্বাচন ঃ

(১) ১১ জন পরিচালক নিয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদে ১জন চেয়ারম্যান, ১জন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, ৩ জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১জন মহাসচিব, ১ জন যুগ্ম মহাসচিব, ১জন কোষাধ্যক্ষ ও ৩ জন পরিচালক থাকিবেন।

(২) পরিচালনা পরিষদের ১১(এগার)জন সদস্য ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সদস্যগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন। প্রতি ভোটার ব্যালটপত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ১১ টি ভোট প্রদান করিবেন। ইহার কমবেশী হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যালট বাতিল ঘোষণা করা হইবে। পরিচালনা পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন তফসিলে ঘোষিত সময়সূচী অনুযায়ী নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বধানে নবগঠিত পরিচালনা পরিষদ তাহাদের মধ্য হইতে ১জন চেয়ারম্যান, ১জন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, ৩ জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১জন মহাসচিব, ১জন যুগ্ম মহাসচিব, ১জন কোষাধ্যক্ষ নবনির্বাচিত পরিচালকগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন এবং অবশিষ্ট ৩ জন পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বৎসর। কোন ব্যক্তি এক নাগাড়ে পর পর ৩(তিন)টি নির্বাচনে নির্বাচিত হইলে তিনি পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অন্যূন ১৫ দিন পূর্বে পরবর্তী পরিচালনা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে পরবর্তী সাধারণ সভা অনুষ্ঠান পূর্বক নবনির্বাচিত পরিচালনা পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করা হইবে। কোন কারণে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সময়সীমায় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হইলে মেয়াদউত্তীর্ণ পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণের মেয়াদ শেষের তারিখ হইতে নবনির্বাচিত পরিষদের সদস্যগণ দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) উপ-দফা(৪) এ উল্লেখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন আপিল বোর্ড ও নির্বাচন তফসিল নির্ধারিত সময়ে ঘোষণা করা না হইলে বা অনুষ্ঠিত নির্বাচন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল করা হইলে সংশ্লিষ্ট পঞ্জিকা বৎসরের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হউক বা না হউক কার্যরত পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ তাহাদের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ হইতে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে-

ক) কেবলমাত্র দৈব দূর্বিপাকের (Acts of God) কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালনা পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে নির্বাচন সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

খ) পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তৎকর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। অন্যথায় বর্ধিত সময়সীমা শেষ হওয়ার তারিখ হইতে কার্যরত পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ তাহাদের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন অগ্রাহ্য হইলে কার্যরত পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ তাহাদের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ হইতে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

(৬) ক) পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক ২০০২ সনের ৪২২ নং আদেশের ধারা-১, উপধারা (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যরত পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্য উপদফা (৫) এর অধীনে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইলে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পরিচালনা পরিষদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নবনির্বাচিত পরিচালনা পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। নির্ধারিত নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠানের জন্য বিধান মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, ৩জন ভাইস চেয়ারম্যান, মহাসচিব, যুগ্ম মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ ও ৩ জন পরিচালক সমিতির কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

কোন সদস্য সমিতির স্বার্থের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করিলে কিংবা সমিতির শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করিলে, তাহাকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কারণ দর্শানোর জন্য অনধিক ১৫ দিনের নোটিশ প্রেরণ করা হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া গেলে নোটিশ জারির ৩০ দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরিচালনা পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে ১০(খ) ধারার বর্ণিত বিধান বলবৎ থাকিবে না।

২। <u>নির্বাচন ঃ</u>

সমিতির পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের কমপক্ষে ৯০ দিন পূর্বে ৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন বোর্ড ও ৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন আপীল বোর্ড গঠন করা হইবে। নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডে পরিচালনা পরিষদের কোন সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা যাইবেনা এবং নির্বাচন পদপ্রার্থী, প্রার্থীর মনোনয়নকারী কিংবা প্রার্থীর সমর্থনকারীদের কেহই নির্বাচন বোর্ড বা নির্বাচন আপীল বোর্ডে অন্তর্ভূক্ত থাকিতে পারিবে না। নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ড সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

ক) নির্বাচন বোর্ড নির্বাচনের তারিখের কমপক্ষে ৮০ দিন পূর্বে একটি নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবে যাহাতে নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন স্তরের কার্যসূচী ও তারিখ সমূহ নির্ধারিত থাকিবে। নির্বাচন বোর্ড সমিতির নোটিশ বোর্ডে উক্ত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি ও নির্বাচনী তফসিল প্রকাশ করিবে এবং ইহা ছাড়াও প্রতিটি ভোটারের নিকট ডাকযোগে উক্ত তফসিল প্রকাশ করিবে। নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন তফসিলের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৬০ দিন পূর্বে সদস্যদের বকেয়া (যদি থাকে) ও হালনাগাদ চাঁদা পরিশোধের শেষ তারিখ ধার্য করিবে। এই তারিখের মধ্যে চাঁদা পরিশোধকারী সকল সদস্য এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১২০ দিন পূর্বে যাহারা সমিতির সদস্যপদ অর্জন করিয়াছেন তাহারাই ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবেন এবং নির্বাচনের সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

খ) নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৫০ দিন পূর্বে নির্বাচনের অংশ গ্রহণের অধিকারী সদস্যগণের নামের একটি প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমিতির নোটিশ বোর্ডে টানাইয়া সকল সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য কমপক্ষে ৬ (ছয়) দিন উন্মুক্ত রাখিবে।

গ) প্রাথমিক ভোটার তালিকায়, কাহারো নাম অন্তর্ভূক্ত বা উহা হইতে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, উক্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ হইতে ৬(ছয়) দিনের মধ্যে আপিল বোর্ডের নিকট আপত্তি উপস্থাপন করা যাইবে এবং আপিল বোর্ড সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া পরবর্তী ১(এক) দিনের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে জানাইয়া দিবে। অতঃপর একই দিনে নির্বাচন বোর্ড চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবে। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয় নাই এমন কোন ব্যক্তি প্রার্থী প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হইতে পারিবেনা। নির্বাচন বোর্ড প্রত্যেক ভোটারকে পরিচয়পত্র (ভোটার আইডি কার্ড) প্রদান করিবে। কেবলমাত্র পরিচয়পত্র বহনকারী ভোটারগণ নির্বাচনে ভোটপ্রদান করিবেন।

ঘ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত যেকোন সদস্য এই সংঘবিধির বিধান সাপেক্ষে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত ফরমে মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীর স্বাক্ষর ও আবশ্যকীয় তথ্যাদিসহ নির্ভূলভাবে পূরণকৃত মনোনয়নপত্র তফসিল অনুযায়ী সময়ে (নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ৩০ দিন পূর্বে) নির্বাচন বোর্ডে দাখিল করিতে হইবে।

ঙ) নির্বাচন বোর্ড তফসিলে বর্ণিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র বাছাই করিয়া বৈধ মনোনীত ব্যক্তিদের একটি তালিকা নির্ধারিত সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবে এবং নোটিশ বোর্ডে টানাইয়া দিবে।

চ) নির্বাচন বোর্ড কাহারও মনোনয়নপত্র বাতিল করিলে, তালিকা প্রকাশের ৩(তিন) দিনের মধ্যে নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করা যাইবে। উক্ত আপত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া পরবর্তী ১(এক) দিনের মধ্যে উহা নিস্পত্তিক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে জানাইয়া দিবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত তারিখে বৈধ প্রার্থীগণের চূড়ান্ত তালিকা নোটিশ বোর্ডে টানাইয়া দিবে।

ছ) নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে যে কোন প্রাথী নির্বাচন বোর্ডের নিকট লিখিত আবেদন করিয়া তাহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

জ) যদি নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যার সমান হয় অর্থাৎ প্রার্থী সংখ্যা যদি ১১(এগার) জন হয় অথবা তাহার কম হয় তাহলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইবেনা এইরূপ প্রার্থীগণের সকলেই নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

ঝ) বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে উক্ত নির্বাচন তারিখের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন তফসিলে অবশিষ্ট সদস্যদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং নোটিশ বোর্ডে নতুন তফসিল টানাইয়া দেওয়া হইবে।

ঞ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমার পর ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হইবে এবং ভোটগণনা শুরু হইবে। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান সংখ্যক হওয়ার কারণে যদি ফলাফল ঘোষণায় কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে লটারীর মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৩। <u>ভোট গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণা ঃ</u>

ক) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পর যদি প্রার্থীর সংখ্যা ১১(এগার)জনের বেশী হয় তাহা হইলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত ভোটারগনের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) নির্বাচন বোর্ড ব্যালট নির্ধারণ করিবে। ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রার্থীগণ ও তাদের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে খালি ব্যালটবাক্স প্রদর্শন করিয়া সকলের দৃশ্যমান কোন স্থানে উহা স্থাপন করা হইবে।

গ) নির্ধারিত আসনের জন্য সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীগণকে নির্বাচিত বলিয়া গণ্য করা হইবে। কোন ক্ষেত্রে সমান সংখ্যার কারণে ফলাফল ঘোষণায় জটিলতা দেখা দিলে সেইক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন করা হইবে।

ঘ) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় কারো কোন আপত্তি থাকিলে তফসিলে বর্ণিত ৬ (ছয়) দিন সময়সীমার মধ্যে বিক্ষুদ্ধ পক্ষ নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আপিল প্রাপ্তির পর নির্বাচন আপিল বোর্ড তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে আপিলকারীকে বা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সম্মুখে শুনানীর জন্য ডাকিবে। শুনানী শেষে নির্বাচন আপিল বোর্ড তার সিদ্ধান্ত যথাসময়ে নির্বাচন বোর্ডকে জানাইয়া দিবে।

ঙ) নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত ফলাফল সংশোধন করার প্রয়োজন হইলে তফসিলে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত সময়ে উক্ত সংশোধিত ফলাফল প্রকাশ করা হইবে।

৪। <u>নির্বাচন সংক্রান্ত অতিরিক্ত বিধান ঃ</u>

০১। নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ড বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এবং ২০০২ সালের আদেশের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। পরিচালনা পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেনা বা প্রভাবিত করিবেনা।

০২। নির্বাচনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পাদনে উদ্দেশ্যে নির্বাচন বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী সমিতি কর্তৃক নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইবে।

০৩। তফসিল ঘোষণার পর হইতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত আচরণবিধি প্রযোজ্য হইবে যাহা লংঘিত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া তাহার প্রার্থীপদ বাতিলকরাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। যথা ঃ

ক) নির্বাচন উপলক্ষে বিজ্ঞাপন প্রদান কোন প্রকার পোস্টার, টিকা অথবা ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না ।

খ) ভোটারদের নিকট কেবলমাত্র সাদাকালো A^4 সাইজের প্রচার প্রেরণ করা যাইবে, তবে কোন প্রকার উপহার বা উপঢৌকন প্রেরণ করা যাইবেনা।

গ) মিছিল অথবা শ্লোগান নিষিদ্ধ থাকিবে।

ঘ) কোন প্রার্থী একক অথবা দলবদ্ধভাবে কোন হোটেল, রেঁস্তরা বা কমিউনিটি সেন্টারে পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ও পরিচিত সভা অনুষ্ঠান, ভোটারদের আপ্যায়ন এবং যেকোন ধরণের অনুরূপ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

ঙ) নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র প্রার্থীর পরিচিতি সভার আয়োজন করা যাইবে।

চ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘন্টা পূর্ব হইতে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকিবে।

ছ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ভোটকেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে প্রার্থী অথবা তাহার সমর্থকদের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজধারণ ও পোস্টারবহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকিবে।

জ) নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভূত কোন প্রার্থী কিংবা ভোটার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের আশেপাশে অহেতুক অবস্থান করিবেনা।

৪) নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় গ্রুপ ভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভা (Projection Meeting) অনুষ্ঠান করা যাইবে।

৫) এই নির্বাচন আচরণবিধির এক বা একাধিক বিধান লংঘিত হইলে অথবা এই বিষয়ে কোন অভিযোগ উথাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া নির্বাচন বোর্ড এই বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। নির্বাচন বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সাথে সাথে আপীল বোর্ডের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

৬) উপ-দফা (৩) এ বর্ণিত আচরণবিধি লংঘন সংক্রান্ত এইরূপ অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশক্রমে সময়ে সময়ে আচরণবিধি সংক্রান্ত এইরূপ অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য আপীল বোর্ড নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ভোট গ্রহণকেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবেন। আপীল বোর্ডের সভায় শুনানী গ্রহণ করা হইবে। এই শুনানীর বিষয়ে যাবতীয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি মারফত অবহিত করা হইবে। নোটিশ বোর্ডে এই বিষয়ে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি একমাত্র বৈধ নোটিশ বলিয়া গণ্য হইবে। শুনানী গ্রহণ শেষে আপিল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭) নির্বাচন বোর্ড ভোটগ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে প্রবেশের জন্য ভোটারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবে। নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ, নির্বাচনী প্রার্থী এবং কেবলমাত্র ভোটদানের জন্য আগত ভোটার ভিন্ন অন্য কাহারও ভোট গ্রহণকক্ষে প্রবেশাধিকার থাকিবে না।

৮) ভোটচিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে একসঙ্গে একাধিক ভোটারের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের বাহিরে ব্যালটপত্র নেওয়া যাইবে না।

৯) ভোটগ্রহণ কক্ষে সকল ভোটার নির্বাচন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণ বিধি মোতাবেক গোপন ব্যালেটের মাধমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন। এই আদেশের বিধান লংঘন অথবা অসদাচরণ, প্রচারণা ও প্ররোচনায় লিপ্ত যেকোন প্রার্থী অথবা ভোটারকে নির্বাচন বোর্ড কেন্দ্রের এলাকা হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন।

১০) নির্বাচনে প্রার্থীবৃন্দ ভোটগ্রহণ এলাকা ও কক্ষে কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান/আসনে অবস্থান করিতে পারিবেন এবং কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্বক একমাত্র ভোটদানের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদান কক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধি মোতাবেক প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১১) কোন প্রাথী ভোট গ্রহণকক্ষে কোন ভোটারের সংগে কোন প্রকার আলাপ ও প্রচারণায় লিপ্ত হইতে পারিবে না। চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত নহে কিংবা জালভোট প্রদান কিংবা ইতোমধ্যে ভোট দিয়াছেন এমন ভোটারের বিরুদ্ধে অথবা অন্যকোন আচরণ বিধি লংঘনের বিরুদ্ধে প্রার্থীগণ নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল কর্মকর্তার নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

১২) নির্বাচন বোর্ড এইরূপে দাখিলকৃত আপত্তি, অভিযোগের সুরাহা করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৩) নির্বাচন বোর্ড কিংবা নির্বাচন কর্মকর্তার নিষেধ বা সতর্কীকরণ সত্ত্বেও কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে আলাপচারিতা ও প্রচারণায় লিপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া উপদফা ৫ ও ৬ এ বর্ণিত বিধান অনুসরণ পূর্বক তাহার প্রার্থীপদ বাতিল করা হইবে।

১৪) নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্ধারণ করিবে। ব্যালট পত্রের প্রথম অংশে ব্যালট পত্র নম্বর মুদ্রিত থাকিবে এবং ব্যালট পত্র আব্যশ্যিকভাবে বাণিজ্য সংগঠনের সীল ও নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর সম্বলিত হইতে হইবে। অন্যথায় উহা গ্রহণযোগ্য হইবেনা।

১৫) ভোটর তালিকায় ভোটার নম্বর, ভোটারের নাম, তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং টিআইএন (TIN) নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে। সমিতির অফিসে রক্ষিত সদস্যের রেকর্ড বই এবং সদস্য ফরমে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নমুনা স্বাক্ষরের ভিত্তিতে ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করা হইবে।

১৬) পরিচিতি পত্রের মাধমে সন্দেহাতীতভাবে ভোটার সনাক্ত করা হইলে নির্বাচনী কর্মকর্তা ভোটারের নাম ও নম্বর লিপিবদ্ধ করিয়া ব্যালট পত্রের প্রথম অংশ উক্ত ভোটারের স্বাক্ষর, নিজ স্বাক্ষর সীলসহ যথাযথভাবে পুরণকৃত ব্যালটপত্রের অপর অংশটি সংশ্লিষ্ট ভোটারকে প্রদান করিবেন এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নাম এর বিপরীতে ব্যালটপত্র নম্বর লিপিবদ্ধ করিয়া ভোটধিকার প্রয়োগ রেকর্ড করিবেন। একজন ভোটারকে কোন অবস্থাতেই একাধিক ব্যালট পত্র প্রদান করা হইবেনা।

১৭) শারিরীকভাবে অসমর্থ কোন ভোটার সাহায্যকারী ব্যতীত ভোটদানে অপারগ হইলে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যে হইতে একজনকে ভোট প্রদান কক্ষে উক্ত ভোটারের সাহায্যকারী নিযুক্ত করিবেন।

১৮) ভোট গ্রহণ প্রারম্ভের অন্তত ১৫ মিনিট পূর্বে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন প্রার্থীদের (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে ব্যালট বাক্স নিরীক্ষণ করিয়া শূন্যতার নিশ্চয়তার বিধান পূর্বক ব্যালট বাক্সটি বন্ধ ও সীল করিবেন এবং নির্বাচন বোর্ড প্রার্থী ও ভোটারের নিকট দৃশ্যমান একটি উপযোগী স্থানে উহা স্থাপন করিবেন।

১৯) একটি ভোটগ্রহণ কক্ষে কেবলমাত্র একটি ব্যালটবাক্স সংরক্ষিত থাকিবে। একটি বাক্স পূর্ণ হইলে কেবলমাত্র তখনই উহা সীল করিয়া উহার স্থলে অপর একটি শূন্য ব্যালটবাক্সে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করিবেন।

২০) নির্বাচনী তফসিলে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটার ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

২১) ভোট গ্রহণের বিরতিকালে অথবা নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে ভোট গ্রহণ স্থগিত হইলে ব্যালট বাক্স সীল করিয়া নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ভোট গ্রহণ পুনরায় আরম্ভ না করা পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকিবে।

২২) উপদফা (২০) বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ভোট প্রদান সমাপ্ত হইলে ভোট গ্রহণ বন্ধ হইবে। অতঃপর ভোট গণনা শুরু হইবে এবং সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটানা চলিতে থাকিবে। প্রার্থীগণ ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা তাঁহার পক্ষে তাঁহার প্রতিনিধি গণনা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

২৩) নির্বাচন বোর্ড ভোট গণনার উদ্দেশ্যে ব্যালটবাক্স হইতে ব্যালটপত্র বাহির করিয়া প্রাপ্ত ব্যালটপত্রের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করতঃ ভোট গণনা শুরু করিবে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যালটপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ক) নির্বাচনী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল না থাকিলে;

খ) ১১টির বেশি বা কম ভোট প্রদান করিলে;

গ) কাটাকাটি, ওভাররাইটিং বা ঘষামাজা থাকিলে।

২৪) নির্বাচন বোর্ড বৈধ ব্যালটপত্র সমূহ হইতে প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোট গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিবে। এই ভোট গণনায় নির্বাচন বোর্ড নির্বাচনী কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেহ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেনা।

২৫) নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করিবে। অতঃপর নিম্নলিখিত নথিসমূহ পৃথকভাবে সীল স্বাক্ষরসহ বান্ডিলবদ্ধ করিয়া নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ডের বিশেষ তত্ত্বাবধানে বিশেষ হেফাজতে রাখা হইবে।

৫। <u>যে সমস্ত কাগজপত্র এই সংরক্ষণের আওতায় থাকিবেঃ</u>

ক) অব্যবহৃত ব্যালটপত্র (ক্রমিক নং, সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে)
খ) বৈধ ব্যালটপত্র (সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে)
গ) বাতিল ঘোষিত ব্যালটপত্র (সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে)
ঘ) ব্যালট বহির সহিত সংযুক্ত সরবরাহকৃত ব্যালটপত্রের প্রথম অংশ (ক্রমিক নং, সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে)
ঙ) গণনাকারী ও নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভোট গণনা পত্রসমূহ।

(কাজী তৌহিদুল আলম মাসুদ)
চেয়ারম্যান
নির্বাচন বোর্ড

তারিখঃ ....

চেয়ারম্যান
নির্বাচন বোর্ড
বাংলাদেশ লাইভ এন্ড চিল্ড ফুড
এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ লাইভ এ্যান্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের ২০২৪ ও ২০২৫ সন ২ বৎসর মেয়াদী পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে প্রতিনিধি নিয়োগের সুপারিশ পত্র।

জনাব,
আপনার স্মারক নং বিএলসিএফইএ/নির্বাচন-২০২৩/০৩(২০৫) তারিখ ১৭-০৯-২০২৩ খ্রিঃ-এর আলোকে বাংলাদেশ লাইভ এ্যান্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের ২০২৪ ও ২০২৫ সন ২ বৎসর মেয়াদী পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিম্ন লিখিত ছক মোতাবেক প্রতিনিধির নাম ও তথ্য বিবরণী পাঠানো হল।

প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর	TIN নম্বর	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	প্রতিনিধির নমুনা স্বাক্ষর

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর

সীল

(..............................)
(নাম)
পদবীঃ